



101023 - উত্তম গুণাবলি অর্জন

প্রশ্ন

আমি কীভাবে উত্তম গুণাবলি অর্জন করতে পারব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

উত্তম চরিত্র রাসূলদরে সর্দাররে বশেষিট্য। এটি সিদ্দিকীনদরে (সত্যবাদীদরে) সর্বোত্তম আমল। এটি (সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অনুযায়ী) দ্বীনরে অর্ধকে, মুতাকীদরে প্রচেষ্টার ফল, ইবাদতগুজারদরে অনুশীলন। অন্যদিকে মন্দ চরিত্র হন্তারক বশি ও স্বরূপ উন্মোচনকারী লাঞ্ছনা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আমি উত্তম চরিত্ররে পূর্ণতা দানরে জন্য প্রেরিত হয়েছি।” [হাদীসটি বুখারী ‘আদাবুল মুফরাদ’ (২৭৩)-এ বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সলিসলিতুস সহীহাহ (৪৫) গ্রন্থে এটিকে সহীহ বলে গণ্য করেন]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: “মানুষকে সবচেয়ে বেশি কোন জনিসিটা জান্নাতে প্রবশে করায়?” তিনি উত্তর দেন: “আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র।” [হাদীসটি তিরমিযী (২০০৪) বর্ণনা করেন এবং বলেন: হাদীসটি সহীহ গরীব। শাইখ আলবানী সহীহুত তিরমিযীতে এটিকে সহীহ বলে গণ্য করেছেন]

তাই অন্তররে রোগসমূহরে চিকিৎসার নিয়মকানুন এবং উত্তম চরিত্র অর্জন করার পদ্ধতি রিপ্ত করা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ প্রতিটি অন্তররেই নানান রোগ আছে। যদি সগেলোর প্রতি অবহেলা করা হয়, তাহলে স্তূপে পরণিত হয়। প্রতিটি আত্মারই কিছু চরিত্র আছে, সগেলোকে যদি বল্গাহীন করে দেওয়া হয়, তাহলে দুনিয়া-আখরিতে ধ্বংসরে দিকে নিয়ে যায়।

এ ধরনের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন সূক্ষ্মভাবে রোগ ও কারণগুলো জানা, তারপর সেই রোগরে চিকিৎসা ও সংশোধনে আন্তরিকি প্রচেষ্টা; যাতে করে সফলতা অর্জন করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَدُ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

“যে তাকে (আত্মাকে) পবিত্র করে সে সফলকাম হয়।” [সূরা শামস: ৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম চরিত্রেরে জন্য দোয়া করে বলতেন: “আল্লাহ! আপনি আমার আকৃতিকে সুন্দর করছেন, অতএব আমার চরিত্রকেও সুন্দর করুন।” [হাদীসটি ইবনে হিব্বান (৩/২৩৯) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন এবং শাইখ আলবানী ‘ইরওয়াউল গালীল’ (৭৫) গ্রন্থে এটিকে সহীহ বলে গণ্য করেন]

দুই:

বান্দা নিজের দোষ-ত্রুটি জানতে পারলে তার জন্য চকিত্বীসা করা সম্ভব। কিন্তু, বহু মানুষ আছে যারা নিজের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে বেখেবর। তারা নিজ ভাইয়ের চোখের ময়লা দেখতে পায়; অথচ নিজের চোখের ময়লা দেখতে পায় না। কউে যদি নিজের দোষ-ত্রুটি জানতে চায় তার জন্য চারটি পন্থা রয়েছে:

- ১। সে এমন শাইখের কাছে যাবে যে আত্মার দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে গভীর জ্ঞান রাখবে এবং গোপন সমস্যাসমূহের ব্যাপারে অবহতি। তার কাছ থেকে সে জ্ঞান, প্রতিপালন ও দকি-নরিদশেনা একত্রে গ্রহণ করবে।
- ২। সে একজন সত্যবাদী, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও দ্বীনদার বন্ধু খুঁজে বের করবে। তাকে নিজের পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করবে যেন সে তার অবস্থাসমূহ ও কার্যাবলি দকিে নিজের কাছে। তার যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য, কার্যাবলি এবং প্রকাশ্য-গোপনীয় দোষ-ত্রুটিসমূহ সে অপছন্দ করে সেগুলো সে দেখিয়ে দিবে। বুদ্ধিমান ও বড় ইমামগণ এমনটি করতেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন: যে ব্যক্তি আমার দোষ ধরিয়ে দেয় আল্লাহ তার প্রতিরহম করুন।
- ৩। শত্রুদের মুখ থেকে নিজের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে জানবে। কারণ অসন্তোষের চোখে দোষ প্রকাশ করে দেয়। যে বন্ধু তার প্রশংসা ও তামামদী করে এবং দোষ লুকিয়ে রাখে, তার তুলনায় হয়তো বিদ্বিষে পোষণকারী যে শত্রু তার দোষ-ত্রুটি স্মরণ করিয়ে দেয় তার দ্বারাই সে বেশি উপকৃত হবে।
- ৪। মানুষের সাথে মলোমশো করা। এ মলোমশোর মাধ্যমে সে মানুষদের মাঝে যা কিছু নিন্দনীয় দেখতে পাবে সেগুলোর দায়ের নিজেকে অভিযুক্ত করবে। কারণ এক মুমনি অপর মুমনির আয়নাস্বরূপ। সে অন্যের দোষ-ত্রুটির মাঝে নিজের দোষ-ত্রুটি দেখতে পায়। ঈসা আলাইহিস সালামকে বলা হয়েছিল: কে আপনাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে? তিনি বলছিলেন: কউে আমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেননি। আমি দেখেছি মূর্খের মূর্খতা লজ্জাস্কর। তাই আমি তা থেকে বরিত থেকেছি।

তিনি:

চরিত্র হচ্ছ: আত্মার অভ্যন্তরীণ রূপ ও আকৃতি। বাহ্যিক চহোরার সৌন্দর্য্য যেননিভাবে নাক-মুখ-চোখ ছাড়া কেবলমাত্র



সুন্দর চোখ দিয়ে পূর্ণ হয় না, বরং এ সবগুলোর সৌন্দর্য্য প্রয়োজন হয়, তমেনভাবে অভ্যন্তরেও এমন চারটি স্তম্ভ রয়েছে। সুন্দর চরিত্র পূর্ণ হতে হলে যগুলোর সৌন্দর্য্য পূর্ণ হওয়া অনাবিহ্য। যদি সেই চারটি পূর্ণ হয়, যথায়থ হয় এবং পরস্পর সাযুজ্যপূর্ণ হয় তবহে উত্তম চরিত্র অর্জতি হব। সে সম্ভগুলো হলো:

জ্ঞানের শক্তি, রাগের শক্তি, প্রবৃত্তির শক্তি এবং এই তিনটির মাঝে যথায়থ সমন্বয়ের (ইনসার করার) শক্তি।

জ্ঞানের শক্তির উত্তমতা অর্জতি হব। এভাবে যে এর মাধ্যমে সত্য কথা ও মথিয়া কথার মাঝে পার্থক্য করা, সঠিক বিশ্বাস ও অসঠিক বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য করা এবং ভালো কাজ ও মন্দ কাজের মধ্যে পার্থক্য করা সহজ হব। যদি এই শক্তি ঠিক থাকে তাহলে এর মাধ্যমে প্রজ্ঞার ফলাফল লাভ হয়। আর প্রজ্ঞা উত্তম গুণাবলির মূল।

রাগের শক্তির উত্তমতা অর্জতি হব। এভাবে যে প্রজ্ঞার চাহিদা অনুসারে রাগের বৃদ্ধি ও কমতি হব।

প্রবৃত্তির শক্তির উত্তমতা অর্জতি হব। এভাবে যে এটি প্রজ্ঞার পরামর্শের অনুগামী থাকবে। আমি বুঝতে চাচ্ছি আকল ও শরীয়তের পরামর্শের অনুগামী থাকবে।

আর ন্যায়ের শক্তি হচ্ছ: প্রবৃত্তি ও ক্রোধকে শরীয়ত ও আকলের পরামর্শের অনুগামী করা।

আকল হচ্ছ: পরামর্শদাতা ও উপদেশদাতার মত। ন্যায়ের শক্তি হচ্ছ: সক্ষমতা। এটি আকলের পরামর্শ বাস্তবায়নকারীর মত। ক্রোধ হচ্ছ: যার মাঝে পরামর্শ বাস্তবায়ন করা হয়।

যার মাঝে এই বশেষটিয়গুলো পরপূর্ণতা পাবে ও সুমভাবে অর্জতি হব। সেই পরম সচ্চরিত্রের অধিকারী। তার থেকে সকল উত্তম গুণাবলি উৎসারতি হব।

এই চারটি বশেষটিয়ের পূর্ণমাত্রায় কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই পট্টেতে পরেছিলেন। তাঁর পরে এ বশেষটিয়গুলোর কাছাকাছি যতে পারা ও দূরে থাকার ক্ষত্রে মানুষের তারতম্য রয়েছে। এই গুণাবলির ক্ষত্রে যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যত কাছের সে আল্লাহর তত কাছের।

চার:

এই পূর্ণমাত্রা দুইভাবে অর্জতি হয়:

এক: আল্লাহর দান ও সহজাত পূর্ণতার মাধ্যমে।

দুই: প্রচেষ্টা ও অনুশীলনের মাধ্যমে এগুলোকে অর্জন করা। আমি এর দ্বারা বোঝাতে চাচ্ছি নিজেকে এমন কাজে বাধ্য করা



যা সচ্চরিত্রের প্রত্যাশতি দাবি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ‘শেখের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জিত হয়। ধৈর্য ধারণের মাধ্যমেই ধৈর্যশীল হওয়া যায়। যবে কল্যাণ অনুসন্ধান করে, তাকে তা দেওয়া হয়। যবে মন্দ থেকে বরিত থাকতে চায়, তাকে তা থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়।’ [হাদীসটি খত্বীব ও অন্যান্যরা আবুদ-দারদা থেকে বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী এটিকে হাসান বলে গণ্য করেন]

তাই কটে যদি বদান্যতার গুণ অর্জন করতে চায় তার করণীয় হলো বদান্য ব্যক্তির কাজকে নিজের উপর চাপিয়ে দেয়া। তথা ব্যয় করাকে নিজের উপর চাপিয়ে দেয়া। এভাবে নিয়মতি নিজের উপর চাপিয়ে দেয়া ও আত্মার সাথে সংগ্রাম করার এক পর্যায়ে এটি তার স্বভাবে পরিণত হবে, তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। এভাবে সবে একজন দানশীল ব্যক্তিতে পরিণত হবে।

অনুরূপভাবে কারো মাঝে অহংকার থাকার কারণে সবে যদি বনিয়ের চরিত্র ধারণ করতে চায় তাহলে তার উচিত হলো: নিয়মতি বনিয়ীদের কাজগুলো করার জন্য দীর্ঘদিন নিজেকে বাধ্য করা ও নিজের সাথে সংগ্রাম করা। এক পর্যায়ে বনিয় প্রকাশ তার স্বভাবে পরিণত হবে ও তার জন্য সহজ হয়ে যাবে।

শরিয়ত-স্বীকৃত সকল ভালো গুণ এ প্রক্রিয়ায় অর্জিত হয়। কোনো ব্যক্তির মাঝে দ্বীনী আখলাক ততক্ষণ পর্যন্ত সুদৃঢ় হবে না যতক্ষণ না সবে নিজেকে উত্তম অভ্যাসগুলোতে অভ্যস্ত করতে না পারে এবং খারাপ কাজগুলো ত্যাগ করতে না পারে। এবং যতক্ষণ না ভাল কাজগুলো সবে এত নবিড়ভাবে পালন করে যেন সবে ভালো কাজগুলোর প্রতি আসক্ত এবং এগুলোতে সবে শান্তি পায়, আর খারাপ কাজগুলোকে সবে অপছন্দ করে এবং এগুলোতে সবে কষ্ট পায়।

একটি উদাহরণ থেকে বিষয়টি জানা যাবে:

যবে ব্যক্তি চায় তার হাতের লেখার দক্ষতা একটি নিজস্ব গুণে পরিণত হোক যাতে করে সবে জাত লেখক হয়ে উঠতে পারে তাহলে তার করণীয় হলো একজন দক্ষ লেখক যা করে নিজের হাত দিয়েও তা করা এবং নিয়মতি সুন্দর লেখকে অনুকরণ করা। এক পর্যায়ে এটি তার সুদৃঢ় গুণে পরিণত হবে এবং সহজাতভাবে সুন্দর লেখা তার থেকে প্রকাশ পাবে।

আরেকটি উদাহরণ হলো: কটে যদি ফকীহ হতে চায় তাহলে তাকে ফকীহদের কাজগুলো পুনঃপুনঃ করতে হবে। ফকীহদের কাজ হলো পুনঃপুনঃ ফকীহ চর্চা করা। এভাবে এক পর্যায়ে তার অন্তর ফকীহের বশেষিট্য ধারণ করবে এবং সবে ফকীহে পরিণত হয়।

একই কথা প্রযোজ্য কটে যদি দানশীল হতে চায়, পুত চরিত্রের অধিকারী হতে চায়, সহষিণু ও বনিয়ী হতে চায় তাহলে তাকে কৃত্রিমভাবে হলও এদের কাজগুলো করতে হবে। এক পর্যায়ে সটের তার স্বভাবে পরিণত হবে। এর বকিল্প কোনো উপায় নাই।



যমেনভিবে ফকিহ অন্বযৌ (ছাত্র) এক রাত সময় দিয়ে এ মর্তবা অর্জন থেকে হতাশ হয়ে যায় না, এমনকি কয়কে রাত পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমেও তা অর্জন করে ফলে না; তমেনভিবে আত্মার পরিশুদ্ধি অন্বযৌ, পূর্ণতা ও উত্তম কাজের মাধ্যমে নিজের শোভা সন্ধানী এক দিনের ইবাদতের মাধ্যমে এটি লাভ করে না কিংবা এক দিনের গুনাহর মাধ্যমে সটোঁ হারিয়েও ফলে না। কিন্তু, একদিনের বরিতি অনুরূপ অন্য আরকে দিনের বরিতি ডেকে আনে। তারপর দিনের পর দিন এমনটী ঘটতে থাকলে এক পর্যায়ে ব্যক্তির মন অলসতাকে আপন করে নেয়।

পাঁচ:

আত্মার নকিষ্ট ও মন্দ বৈশিষ্ট্য দূর করা এবং উত্তম ও সুন্দর বৈশিষ্ট্য অর্জন করার ক্ষেত্রে আত্মার উদাহরণ হচ্ছে শরীরের চিকিৎসার মত; রোগ দূর করা ও সুস্থতা অর্জন করার মাধ্যমে।

যমেনভিবে দেহেরসরে মটেলকি অবস্থা হলো ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া। তবে, পাকস্থলী নানা খাদ্য, আবহাওয়া ও অবস্থার শিকার হয়ে ক্ষতগ্রস্ত হয়। ঠিকি তমেনভিবে প্রতিটি শিশু সুস্থ অবস্থা ও সুষ্ঠু ফতিরাত নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার বাবা-মা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী বানায়। অর্থাৎ অভ্যস্তকরণ ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে মন্দ অভ্যাস গড়ে তোলা হয়।

প্রথম যমেন শরীরের গঠন পূর্ণাঙ্গ থাকে না; বরং খাদ্যের মাধ্যমে এটি পরিপূর্ণ ও শক্তিশালী হয়, তমেনভিবে মানবাত্মাও পূর্ণতা লাভের উপযুক্ত কিন্তু অপূর্ণ অবস্থায় সৃষ্টি হয়। অতঃপর প্রতিপালন, চারিত্রিকি পরিশুদ্ধি ও ইলমের পরিপুষ্টির মাধ্যমে মানবাত্মা পূর্ণতা পায়।

শরীর সুস্থ থাকলে ডাক্তারের দায়িত্ব হলো সুস্থ সুরক্ষামূলক নিয়মকানুন নির্ধারণ করে দেওয়া। আর অসুস্থ হলে শরীরের সুস্থতা ফিরিয়ে আনা। একইভাবে আত্মা যদি পরিশুদ্ধ, পবিত্র ও মার্জিত হয়, তাহলে কর্তব্য হলো এর সংরক্ষণ, শক্তি বাড়ানো ও নরিমলতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা চালানো। আর যদি আত্মা অপূর্ণ ও অস্বচ্ছ হয়, তাহলে পূর্ণতা ও স্বচ্ছতা অর্জনে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

অনুরূপভাবে যে রোগ শরীরের ভারসাম্যতা পরিবর্তন করে দেয় এমন রোগের চিকিৎসা এর বিপরীত কিছু দিয়েই করতে হয়। যদি উষ্ণতার কারণে হয় তাহলে শীতলতা দিয়ে। আর শীতলতার কারণে হলে উষ্ণতা দিয়ে। ঠিকি তমেন অন্তরের রোগের চিকিৎসাও হবে এর বিপরীত বিষয় দিয়ে। অজ্ঞতা রোগের চিকিৎসা হবে ইলমের মাধ্যমে। কৃপণতা রোগের চিকিৎসা দানশীলতার মাধ্যমে। অহংকার রোগের চিকিৎসা বনিয়ের মাধ্যমে। খাদ্য-লিপ্সা রোগের চিকিৎসা কামনীয় খাবার থেকে জোরপূর্বক বরিত থাকার মাধ্যমে।

অসুস্থ দেহের চিকিৎসার জন্য যমেনভিবে ঔষধের তকিততা সহ্য করা ও কামনীয় খাবার থেকে কঠোর ধৈর্য ধারণ করতে হয়, তমেনভিবে অন্তরের রোগের চিকিৎসার জন্যও ধৈর্য ও সংগ্রামের তকিততা সহ্য করতে হয়। বরং অন্তরের ক্ষেত্রে এটি

আরও অধিক যুক্তযুক্ত। কারণ দহেরে রোগ থেকে মৃত্যুর মাধ্যমে মুক্তি মিলে। কিন্তু অন্তররে রোগ (আল্লাহ তায়ালায় কাছে পানাহ চাই) মৃত্যুর পরও অনন্তকাল বরিজমান থাকবে। এই উদাহরণগুলো আপনাকে অন্তররে চকিত্‌সার পথ চনোবে। আপনাকে অবহতি করবে যে, অন্তররে চকিত্‌সার সামগ্রিক পদ্ধতি হিলো নফসরে কামনা-বাসনার বপিরীতে চলা। আল্লাহ এ সব কিছু তাঁর মহান কতিবরে এক বাক্যে এভাবে উল্লেখ করছেন:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

“আর যে তার প্রভুর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছে এবং কুপ্রবৃত্তি (নফসরে কামনা) থেকে নিজেকে ফরিয়ে রেখেছে, তার বাসস্থান হবে জান্নাতে।” [সূরা নাযাআত: ৪০-৪১]

শেষকথা:

সাধনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হিলো: সংকল্পকে পূর্ণ করা। যদি ব্যক্তি কোনও প্রবৃত্তির কাজ পরিত্যাগে সংকল্প করে, তাহলে তাকে অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে এবং অবরাম চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সে যদি সংকল্প ত্যাগ করায় নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলে তাহলে তার নফস এটাকেই আপন করে নবে এবং নষ্ট হয়ে যাবে। তাই যদি একবার কোনও সংকল্প লঙ্ঘিত হয়, তাহলে তার উচিত নিজের উপর একটি শাস্তি আরোপ করা। সে যদি নিজের নফসকে শাস্তি ভয়-ভীতি না দেখায়, তাহলে তার নফস তাকে পরাভূত করে ফলেবে এবং কামনাকে পূর্ণ করা তার কাছে সুশোভিত করে তুলবে। যার ফলে সব অনুশীলন নষ্ট হয়ে যাবে।

উপর্যুক্ত আলোচনাসমূহ গায়ালীর (৩/৬২-৯৮) ‘ইহয়াউ উলুমুদ্দীন’ গ্রন্থ থেকে পরমির্জন ও সংযোজনসহ সংকলিত।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।